গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ।
sadar.sunamganj.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৬.৯০৮৯.০০০.০৩.০০১.২৩.৯৬ তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ২০২৩

বিজ্ঞপ্তি নং-০১

এতদ্বারা প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ শাখার ১৩.১২.২০২২ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২)-৪৭ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী সুনামগঞ্জ সদর উপজেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনাধীন নিম্নবর্ণিত ইজারাযোগ্য ২০.০০ একর পর্যন্ত খাস বদ্ধ জলমহালসমূহ সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এর আলোকে ১৪৩০-১৪৩২ বাংলা সন মেয়াদে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত শর্তে আবেদন আহ্বান করা যাচ্ছে। ইজারা সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মাবলী/শর্তাবলী sadar.sunamganj.gov.bd ওয়েবসাইট ও অফিস চালাকালীন সময়ে নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় হতে জানা যাবে।

সময়সূচি ঃ

অনলাইনে আবেদন দাখিলের সময়সীমা	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মুল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিলে সময়সীমা
২০.০১.২০২৩ জানুয়ারি হতে ০৮.০২.২০২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত	০৯.০২.২০২৩ ফেব্রুয়ারি হতে ১৩.০২.২০২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত (অফিস চলাকালীন সময়)

১৪৩০-১৪৩২ বাংলা সন মেয়াদে ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা ঃ

ক্র. নং	জলমহালের নাম	মৌজার নাম	পরিমাণ (একরে)	৫% বর্ধিত হারে সরকারি ইজারামূল্য	মন্তব্য
০১	নলদীঘা বান্দরকোনা গ্রুপ	দারারগাঁও ও শাখাইতি	১২.৪৮ একর	২,২১৩৮৫/-	
০২	শিলুয়া নদী	ইব্রাহিমপুর	১৪.৬৫ একর	৩,৮৭,১৪১/-	
০৩	বেতুয়া নাউরিয়া	কামারটুক	৪.৭৬ একর	৪৬,৯০৫/-	
০৪	সোনার বিল	নৌকাখালী	৩.৯৫ একর	২৪,২৩৭/-	
০৫	উড়া বিল উড়ি বিল	কাঠইর	৪.৯৭ একর	২৭,২৪০/-	
০৬	পিরাননগর বিল	জলিলপুর ও বারঘর	১৩.০৬ একর	১,৩৪,৮২৫/-	
০৭	দেল্লা বিল ও কাড়া	রামেশ্বরপুর	৫.৪৬ একর	২৯,৪৮২/-	
০৮	বড়কাটা বিল	কাঠইর	৪.২৮ একর	১২,২৫৩/-	
০৯	বুড়ি ডাকুয়া বড় বিল	উমেদশ্রী	৫.৩৪ একর	৯,৯৫৫/-	
১০	কালাডুয়ার গছিলাড়া ও চেকনী কাড়া	তেঘরিয়া ও জলিলপুর	--	৬১,৬৪৫/-	
১১	চাতল বিল ও খাসিয়াখালী বিল	রঙ্গারচর	৩.২৭ একর	৮,০৪০/-	
১২	মাটিয়ার ডুবি	নারকিলা	৩.৯২ একর	৩৪,৩২২/-	
১৩	শাক্তা নদী প্র. বাহাদুরপুরের কুড়	রতনশ্রী, অচিন্তপুর ও অক্ষয়নগর	৯.৫৭ একর	১৬,৬৫৩/-	
১৪	রাজারখালী খাল	অচিন্তপুর	৩.৫০ একর	৩,৫১৪/-	
১৫	দেওলা বিল	কাঠইর	৪.৫৪ একর	৩৯,৭৯০/-	
১৬	হাজিরা বিল	রামেশ্বরপুর	৬.৮২ একর	১০,৮১৩/-	
১৭	সোনাপই বিল	গৌরারং	১৯.৩৪ একর	৮৯,৭৮৭/-	
১৮	কামারটুক মৌজার ৮৬০ নং দাগের পুকুর	কামারটুক	৪.৫৩ একর	১৪,৯৬৮/-	
১৯	পুটির দাইড় গ্রুপ ফিসারী	উমেদশ্রী	৪.০৩ একর	১২,১৭৮/-	

২০	তাড়ল বিল প্র. ফুরাইল বিল	মাইজবাড়ী	১১.১৫ এর	৩,০৮৭/-	
২১	মিয়ার খাল	পুরান লক্ষণশ্রী	১৪.১৫ একর	৪০,৫১৮/-	
২২	ঝালুখালী নদী	সদরগড়	৯.৮৮ একর	২৪,৫৪২/-	
২৩	গোধর বিল	গোধর	৮.৩৮ একর	২৬,২৫০/-	মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নং ৪৭২৩/১৭ মামলায় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
২৪	সোনাখালী জলমহাল	সুলতানপুর, মোহনমুকন্দ ও কেজাউড়া	১১.৪৫ একর	৩০,৩৯০/-	
২৫	নাউরিয়া বিল	রসুলপুর	১৩.৪০ একর	৩০,৩৯০/-	
২৬	হুড়ারকান্দা জলমহাল	অক্ষয়নগর	৭.৫০ একর	৭,৮২৮/-	
২৭	লম্বাবিল গনিয়াউচি জলমহাল	করমপুর	৫.৪৪ একর	১৭,৯৯৭/-	

নিয়মাবলী/শর্তাবলী

১. অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদক মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা Jm.lams.gov.bd মৎস্যজীবী লিংকে রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা উক্ত ওয়েব সাইটে আপলোড করা হয়েছে।

২. অনলাইনে আবেদন দাখিলের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ/নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয় থেকে জলমহাল ইজারার আবেদন ফরম উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সুনামগঞ্জ সদর এর অনুকূলে ৫০০/- টাকা মূল্যমানের (অফেরৎযোগ্য) ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার (যে কোন তপশীলি ব্যাংক হতে) দাখিল সাপেক্ষে আবেদন ফরম ক্রয় করা যাবে।

৩. আগ্রহী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সীল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়নসহ প্রয়োজনীয় তথ্য ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠনকে ৩(তিন) বছর মেয়াদী ইজারা পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রুপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। অসম্পূর্ণ, কাটাকাটি ও ঘষা-মাজা আবেদন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪. অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল শর্তাদি ও প্রিন্টেড কপিসহ জলমহাল ইজারা জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফ্‌ট/পে-অর্ডারের মুল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বাম পার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখিত থাকতে হবে।

৫. অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টেড কপি হিসেবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

৬. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে চূড়ান্তভাবে আবেদন দাখিল না করে সরাসরি উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে কোন আবেদনকারী সমিতি জলমহাল ইজারা পাওয়ার জন্য ম্যানুয়ালী আবেদন দাখিল করলে তা সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৭. কেবলমাত্র নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি যা সমবায় অধিদপ্তরে নিবন্ধিত, সে সকল সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

৮. সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবী ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন, তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না।

২৩. আদালতে কোন মামলা/প্রাকৃতিক কারণে কোন ক্ষতিগ্রস্থ ার অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

২৪. প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে পারে এ ধরণের কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে না। জলমহালের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনসহ কোন প্রকার ক্ষতি সাধন করা যাবে না। এরূপ করা হলে বন্দোবস্ত বাতিল করা হবে।

২৫. লীজ গ্রহীতা সায়রাত মহালের পরিসীমা বজায় রাখবেন এবং সংরক্ষণ করবেন, যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট সায়রাত মহালে অনুপ্রবেশ বা বেআইনীভাবে দখল না করে তা নিশ্চিত করবেন।

২৬. কোন জলমহাল উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরও কেউ যদি ঐ জলমহালের পুনরায় আবেদনপত্র দাখিল করে তাহলে আবেদনপত্র সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২৭. জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী/অস্থায়ী বাঁধ/প্রতিবন্ধকতা স্থাপন করা যাবে না যাতে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সনের মৎস্য সংরক্ষণের কোন বিধান লঙ্ঘিত হয়।

২৮. অনুমোদিত ইজারা গ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন উপায়ে মৎস্য শিকার করতে পারবে না। কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক সকল আদেশ নিষেধ বন্দোবস্ত গ্রহীতা পালন করতে বাধ্য থাকবেন। মৎস্য আহরণ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাইল পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

২৯. ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল আইন ও সরকারি আদেশ, জলমহাল ব্যবস্থাপনার সকল আদেশ সেই আদেশের/আইনের সকল শর্তাবলী এই বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এছাড়া পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যেকোন আদেশ/নির্দেশ এবং বিধি বিধানও আবেদনকারী মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

৩০. আবেদনপত্রের সাথে আবশ্যিকভাবে মুসক নিবন্ধন সার্টিফিকেট "মুসক-৮" সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে।

৩১. কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ/বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

১৭.০১.২৩

সালমা পারভীন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ

স্মারক নং- ০৫.৪৬.৯০৮৯.০০০.০৩.০০১.২৩-৯৬(১০০)

তারিখ : ১৭ জানুয়ারি ২০২৩

অনুলিপি : সদয় অবগতি ও কার্যার্থে-

১। মাননীয় সংসদ সদস্য, সুনামগঞ্জ-৪ নির্বাচনী এলাকা, সুনামগঞ্জ।
২। জেলা প্রশাসক, সুনামগঞ্জ।
৩। পুলিশ সুপার, সুনামগঞ্জ।
৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, সুনামগঞ্জ সদর।
৫। মেয়র, সুনামগঞ্জ পৌরসভা, সুনামগঞ্জ।
৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল), সুনামগঞ্জ।
৭। সহকারী কমিশনার (ভূমি), সুনামগঞ্জ সদর।
৮। জেলা তথ্য অফিসার, সুনামগঞ্জ। বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
৯। উপজেলা.....কর্মকর্তা (সকল), সুনামগঞ্জ সদর।
১০। চেয়ারম্যান.....ইউনিয়ন পরিষদ (সকল), সুনামগঞ্জ সদর।
১১। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, সুনামগঞ্জ সদর/পৈন্দা। তাকে বিজ্ঞপ্তিটি স্থানীয় বাজারে ঢোলসহরতের মাধ্যমে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২। সম্পাদক, ...। উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভিতরের পাতায় ০৫ ইঞ্চি প্রস্থ ২৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য পরিসরে কেবলমাত্র ০১ (এক) টি সংখ্যায় জরুরী ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১৩। জনাব.....সুনামগঞ্জ সদর।
১৪। ওয়েব পোর্টাল/নোটিশ বোর্ড/সংরক্ষিত নথি/মাষ্টার কপি ।

১৭.০১.২৩

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ

৯. প্রকৃত মৎস্যজীবী সমিতি যারা সমাজসেবা অধি[illegible] নি[illegible]ত, যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবী ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বি[illegible]ন।

১০. মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিকে যাচাই বাছাই[illegible] উক্ত সংগঠন/সমিতি'র কোন জঙ্গী সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারামূল্য পরিশে[illegible] হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য আদালতে কোন মামলা থা[illegible] সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে কোন জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা যাবে না।

১১. বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজা[illegible]মূল্যের ক্ষেত্রে ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসেবে আবেদনকারী তার আবেদনের সাথে দাখিল করবেন। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজমানির সাথে উক্ত জামানতের টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজ প্রাপ্ত হননি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

১২. সময়মত লীজ মানি পরিশোধ না করা, তথ্য গোপন করা কিংবা অন্য অনিয়মের কারণে কোন জলমহালের লীজ বাতিল করা হলে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত জলমহাল পুনরায় যথানিয়মে লীজ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১৩. লীজগ্রহীতা কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাব-লীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবেন না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবেন না। যদি তা করে থাকেন, তাহলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত ইজারা বাতিলসহ জমাকৃত জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করবেন। উক্ত লীজগ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবেন না।

১৪. কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন দুটির অধিক জলমহাল ইজারা/বন্দোবস্ত পাবে না।

১৫. উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বন্দোবস্ত/ইজারাপ্রাপ্ত প্রকৃত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ১ম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য অবহিত হওয়ার ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ইজারামূল্যের সাথে ১৫% ভ্যাট ও ১০% আয়কর পরিশোধ করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর ইজারা গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে চুক্তিপত্র সম্পাদনক্রমে জলমহালের দখল বুঝে নিবেন।

১৬. ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে এবং পরবর্তী বছরের ইজারামূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিত সমুদয় ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইজারা বাতিল করবেন এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না।

১৭. ইজারামূল্য পরিশোধের পর ইজারাগ্রহীতা সমিতি নিজ দায়িত্বে ও ব্যয়ে ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ২৫ চৈত্রের মধ্যে ইজারা চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। ইজারা চুক্তি সম্পাদনের সময় ০২ (দুই) কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি দাখিল করতে হবে। ইজারাচুক্তি সম্পাদনের পর উপজেলা ভূমি অফিস, সুনামগঞ্জ সদর হতে নিজ উদ্যোগে দখল গ্রহণ করতে হবে। ইজারাগ্রহিতা সমিতির গাফলতির কারণে জলমহালের দখল প্রদানে বিলম্ব হলে তৎজন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন না।

১৮. যে সকল জলমহালের উপর আদালতের/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল সায়রাত মহালের জন্য উক্ত বিজ্ঞপ্তি কার্যকর হবে না এবং কোন আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/ নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকার পরও কেউ যদি কোন জলমহালের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করেন তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। স্থিতাবস্থা/স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর যথানিয়মে ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

১৯. বছরের যে কোন সময়ই ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ১ বৈশাখ ১৪৩০ বাংলা সন হতে কার্যকর হবে।

২০. মামলা জনিত কারণে/উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের কারণে বা অন্যকোন আইনসংগত কারণে সায়রাত মহালসমূহের সময়মত দখল না পাওয়ার বিষয়ে কোন আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

২১. জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

২২. এতদসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত জলমহালের বন্দোবস্ত ১৪৩০ হতে ১৪৩২ বঙ্গাব্দের জন্য প্রযোজ্য হবে।